প্রশাসনকে আঁধারে রেখে বিধি ভাঙেন বিধায়কই

স্বপন সরকার ও শুভাশিস ঘটক ● কুলতলি

সাধারণ মানুষ প্রমাদ গুনছেন, দুষছেন মন্ত্রীও। নবীকুরের চরে পুকুর কাটার জন্য ম্যানগ্রোভে উজাড় হওয়ায় সানকিজাহান যে ফের বড় বিপদের মুখে, তা-ও বলার বা বোঝার অপেক্ষা রাখে না। এত বড় বেআইনি কাজে মদতের অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, সেই বিধায়ক কী বলছেন?

রোজগারের জন্যই যে এত সব, তা মোটেই অস্বীকার করেন না কুলতলির এসইউসি বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার। যদিও 'রোজগারের' উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। বলেন, "মাছ-চাষ করতেই পুকুর কাটা। কারও ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্য নয়। এখানে স্কুল ছিল না। আমরা একটা স্কুল করেছি। তার শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ মেটাতেই এই আয়ের চেষ্টা।" তবে নদীর পাশে এমন ভেড়ি কাটা ঠিক কি না, সে প্রসঙ্গে জয়কৃষ্ণবাবু মন্তব্যে যেতে নারাজ। গাছ কাটার অভিযোগও মানেন না। বলেন, "সুন্দরী গাছ লাগাতেবাঁধ উঁচু করা হয়েছে। ম্যানগ্রোভ কাটা হয়নি।" কিন্তু ভেড়িও কি বেআইনি নয়? বিধায়কের জবাব, "সেটা জেলাশাসকই বলবেন!"

বিডিও অবশ্য তদন্ত-রিপোর্টে পরিষ্কার লিখেছেন, 'ওই পুকুর সম্পূর্ণ অবৈধ। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নির্দেশে এই কাজ করা হয়েছে।' ঘটনায় এসইউসি বিধায়কের ভূমিকা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় রাজনীতির অঙ্কও নতুন মাত্রা পেয়েছে। জনগণের প্রতিবাদ-আন্দোলনের 'পাশে থাকার' আশ্বাস দিয়েছে জেলা সিপিএম। সানকিজাহানের একটি অংশ সিপিএম প্রভাবিত। অন্যটিতে এসইউসি-র আধিপত্য। গাছ কাটা হয়েছে সেই তল্লাটেই।

কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ বিরোধী কব্জায় গেলেও স্থানীয় গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতটি তো সিপিএমের দখলে! কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতিও তা-ই? তাদের না-জানিয়ে এ কাজ করা যায় কি? বিডিও বলেছেন, "যায় না।" তা হলে কী ভাবে হল?

এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উত্তরটা। স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ, সিপিএমের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসইউসি ওখানে সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। অনেকাংশে সফলও হচ্ছে। গত মাসের ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত এসইউসি বিধায়কের নেতৃত্বে চুটিয়ে গাছ কাটা এবং পঞ্চায়েতের তরফে প্রতিরোধ না-আসাই তার বড় প্রমাণ। অনেকের মতে, এখন জনতা সরব হতেই সিপিএম এসইউসি-কে প্যাঁচে ফেলার সুযোগ পেয়েছে।

কেটে ফেলা ম্যানগ্রোভের ঝাড়।— রাজীব বসু

ম্যানগ্রোভ নিয়ে রাজনীতির মারপ্যাঁচ চলার ফাঁকে সানকিজাহানে আরও একটা বড় অনিয়ম নজরে এসেছে প্রশাসনের। সেটি হল, পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে মৎস্য দফতরের নামে কমিউনিটি সেন্টার তৈরির তোড়জোড়। প্রশাসনিক সূত্রের খবর: সানকিজাহান বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যালয় নামে একটি অনুমোদনহীন স্কুলে এক বিশেষ দলীয় সংগঠনের ঘরের পাশে কমিউনিটি হল তৈরির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে জেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে। বেনফিশ মারফত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে তা গড়ে তোলা হবে। কুলতলি ব্লকের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থানীয় সমিতির রিপোর্টে মাধ্যমে বিডিও ঘটনাটি জেনেছেন। প্রশাসনের মতে, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও-কে না জানিয়ে এ হেন উদ্যোগ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামিমা শেখের বক্তব্য, "সানকিজাহানে মিনি সুন্দরবন প্রকল্প এবং কমিউনিটি হল তৈরির কাজ প্রাথমিক ভাবে শুরু করা হয়ছিল। পরে আমরা সব স্তরেই জানিয়ে দিতাম। জানাতে দেরি হয়ে গিয়েছে।" অন্য দিকে জয়কৃষ্ণবাবুর ব্যাখ্যা, "যেখানে মাছের চাষ হবে, সেখানেই মৎস্য দফতর কমিউনিটি সেন্টার করতে পারে।" বিডিও অবশ্য ইতিমধ্যেই কমিউনিটি হল তৈরি বন্ধ করতে জেলাশাসককে আর্জি জানিয়েছেন।

আইনের তোয়াক্কা না-করে ভেড়ি কাটা হচ্ছে। ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতিকে পাশ কাটিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এ সব কি সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অঙ্গ?

বিধায়কের জবাব, "এমন কথা সিপিএম বলে থাকে। মানুষ বিশ্বাস করে না।" *(শেষ)*